‘সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলায় সরকার সর্বাত্বক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে’

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনার প্রভাবে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে সরকার সর্বাত্বক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, করোনার দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশ ও এদেশের কৃষকেরাও বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি। এটি মোকাবিলায় সরকার কৃষিখাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভর্তুকিসহ নানা প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে।

আজ রবিবার সকালে তার সরকারি বাসভবন থেকে অ্যামেরিকান চেম্বার অব কমার্স (অ্যামচ্যাম) বাংলাদেশ কর্তৃক কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাস্তিক কৃষকের মাঝে সহায়তা কার্যক্রম অনলাইনে উদ্বোধনকালে কৃষিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

অ্যামচ্যামের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ এরশাদ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার, সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক ড. ফারুক আহমেদ প্রমুখ । অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অ্যামচ্যামের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে হলে খাদ্য উৎপাদন আরও অনেক বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। যাতে করে দেশে খাদ্যের কোন ঘাটতি না হয়, খাদ্য আমদানি করতে না হয়। বরং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের সম্ভাব্য খাদ্য সংকটে আর্তমানবতার সেবায় বাংলাদেশ যাতে তার উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য নিয়ে সহযোগিতা করতে পারে।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে করোনা দুর্যোগের মাঝেও লক্ষ্যমাত্রার অধিক বোরো ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে আউশ ধান বীজ, আমন ধান বীজ ও

পাট বীজ কৃষকদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়েছে। আমনে ও রবি মৌসুমে উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সব সময়ই সহযোগিতা করে আসছে। অ্যামচ্যামের এই কর্মসূচি এ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে। সিরাজগঞ্জ বন্যা কবলিত এলাকার কৃষকেরা এ কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হবে। কৃষিমন্ত্রী এসময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও অ্যামেরিকান চেম্বার অব কমার্সকে (অ্যামচ্যাম) ধন্যবাদ জানান।

আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচ্যাম) নিজেদের দায়িত্বশীলতার অংশ হিসেবে কোভিড- ১৯ মহামারির সংক্রমণে আক্রান্ত প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের জন্য ‘কৃষকদের জন্য সহায়তা’ কর্মসূচিটি হাতে নিয়েছে। যাতে কৃষকেরা নিজ নিজ পরিবারের তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারেন।

সূত্র- ইত্তেফাক

ছয় জেলায় বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে

রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, মুন্সীগঞ্জ, শরিয়তপুর জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে।

বন্যা পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদ-নদীসমূহের পানি হ্রাস পাচ্ছে যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। গংঙ্গা, পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে যা আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

অন্যদিকে মেঘনা নদীর অববাহিকায় প্রধান নদীসমূহের পানি হ্রাস পাচ্ছে যা আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, বগুড়া, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ এবং টাংগাইল জেলাসমূহের বন্যা

পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের পটুয়াখালী ৮১ মিলিমিটার, ছাতক ৭৫ মিলিমিটার, লালাখাল ৬৮ মিলিমিটার, রোহনপুর ৬৫ মিলিলিটার, কক্সবাজার ৫৫ মিলিমিটার, টেকনাফ ৪৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

দেশের পর্য়বেক্ষণাধীন ১০১টি পানি সমতল স্টেশনের মধ্যে ৪৯টির পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। হ্রাস পেয়েছে ৪৯টির। অপরিবর্তিত রয়েছে ৩ টির।বাসস

সূত্র- ইত্তেফাক

গণস্বাস্থ্যের ডট ব্লট কিট নিয়ে ঔষধ প্রশাসন পজিটিভ

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রর কভিড-১৯ র্যাপিড ডট ব্লট কিট নিয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে আলোচনা হয়েছে। তারা এ বিষয়ে পজিটিভ। আজ রবিবার দুপুরে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রর কভিড-১৯ র্যাপিড ডট ব্লট কিট প্রকল্পের সমন্বয়ক ডা. মুহিব উল্লাহ খোন্দকার একথা বলেন।

তিনি বলেন, পুনরায় এক্সটার্নাল ভেরিফিকেশন করে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। তারা পজিটিভ। ওনারা বলেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সমাধান করে দেবেন। আমরাও আশাবাদী।

এর আগে দুপুর ১২টার দিকে ডা. মুহিব উল্লাহ খোন্দকার ও কিট উন্নয়ন দলের কয়েকজন বিজ্ঞানী ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে (ডিজিডিএ) যান।

ডা. মুহিব উল্লাহ খোন্দকার বলেন, ডিজিডিএ আমাদের কথা ইতিবাচকভাবে শুনেছে। অ্যান্টিবডির বিষয়ে ইন্টারনাল ভ্যালিডেশন রিপোর্টকে আমলে এনে নিবন্ধনের অনুরোধ করেছিলাম। ডিজিডিএ বিদ্যমান সরকারি নিয়মে আবার সিআরওর মাধ্যমে ইউএস এফডিএ (ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) আমব্রেলা গাইডলাইন্স এক্সটারনাল ভ্যালিডেশন করতে বলেছেন। এজন্য আমাদের আবেদিত রি-এজেন্টের (কিট) জন্য এনওসি দেবেন। অ্যান্টিজেনের নীতিমালা আগামী

বুধবার চূড়ান্ত হবে। একটা ফরমেট পাঠাবেন। ওটা অনুযায়ী প্রটোকল আপডেট করে জমা দিতে বলেছেন।

শনিবার জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের এক পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডা. জাফরুল্লাহর বরাত দিয়ে বলা হয়, ঔষধ প্রশাসনের মহাপরিচালক আগামীকাল (রবিবার) জিকে-র (গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র) আপডেটেড অ্যান্টিবডি কিটের তথ্য-উপাত্ত জানতে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের ডেকেছেন।

সূত্র- কালের কন্ঠ

মারা গেলেন আরো ৫৫ জন, শনাক্ত ২,৭৩৮

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণে আরো ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন শনাক্ত হয়েছেন দুই হাজার ৭৩৮ জন। এ নিয়ে দেশে করোনায় এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে দুই হাজার ৫২ জনের। আর সব মিলিয়ে শনাক্ত হয়েছেন এক লাখ ৬২ হাজার ৪১৭ জন।

আজ রবিবার (৫ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে সরকারি বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বুলেটিন প্রকাশে অংশ নেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

ডা. নাসিমা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা সংক্রমণে দেশে আরো ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এঁরা ৩৭ জন পুরুষ এবং ১৮ জন নারী। এঁদের বয়স ০ (শূন্য) থেকে ১০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে তিনজন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ১৭ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ৯ জন এবং ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ১২ জন। এ নিয়ে দেশে করোনায় এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে দুই হাজার ৫২ জনের।

এ পর্যন্ত যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে পুরুষ এক হাজার

৬২৪ জন এবং নারী ৪২৮ জন। আর বয়স বিবেচনায় এ পর্যন্ত যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা ০ (শূন্য) থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ২৪ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ৭০ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ১৫১ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৩১১ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৫৯৩ জন এবং ষাটোর্ধ ৮৯০ জন।

জানানো হয়, নতুন যে ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা ঢাকা বিভাগের ১৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ১৩ জন, রাজশাহী বিভাগের একজন, খুলনা বিভাগের ছয়জন, বরিশাল বিভাগের পাঁচজন, সিলেট বিভাগের দুইজন এবং রংপুর বিভাগের আটজন এবং ময়মনসিংহ বিভাগের একজন। হাসপাতালে মারা গেছেন ৪১ জন এবং বাসায় ১৪ জন।

বিভাগ হিসেবে এ পর্যন্ত মোট মৃত্যুবরণ করেছেন ঢাকা বিভাগে এক হাজার ৬০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ৬৩৪ জন, রাজশাহী বিভাগের ১০২ জন, খুলনা বিভাগের ৮৮ জন, বরিশাল বিভাগের ৭২ জন, সিলেট বিভাগের ৮৬ জন, রংপুর বিভাগের ৬১ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগের ৪৯ জন।

এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৯০৪ জন। এ নিয়ে দেশের করোনা সংক্রমণ থেকে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭২ হাজার ৬২৫ জন।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ১৩ হাজার ৯৬৪টি। একই সময় পূর্বের নমুনাসহ পরীক্ষা হয়েছে ১৩ হাজার ৯৮৮টি। এর মধ্যে করোনা রোগী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে দুই হাজার ৭৩৮ জনকে। এ নিয়ে দেশে এ পর্যন্ত করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন এক লাখ ৬২ হাজার ৪১৭ জন। আর এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে আট লাখ ৪৬ হাজার ৬২টি।

সারা দেশের করোনা চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতাল সম্পর্কে তথ্যে বলা হয়, ঢাকা মহানগরীতে করোনা রোগীদের জন্য সাধারণ শয্যার সংখ্যা ছয় হাজার ৭৫টি এবং আইসিইউ শয্যার সংখ্যা ১৪৯টি, সারা দেশে সাধারণ শয্যার সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭৫টি, সারা দেশে আইসিইউ শয্যার সংখ্যা ৪০১টি এবং সারা দেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা ১১ হাজার ৭৮৫টি।

আইসোলেশন প্রসঙ্গে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে আরো ৪৪৯ জনকে। একইসময় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৪৮৩ জন। এ পর্যন্ত আইসোলেশনে গেছেন ৩০ হাজার ৮৭২ জন। এ পর্যন্ত আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ১৪ হাজার ১৫৭ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৬ হাজার ৭১৫ জন।

কোয়ারেন্টিন প্রসঙ্গেও তথ্য দেওয়া হয় বুলেটিনে। বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে এসেছেন দুই হাজার ৮৮৭ জন। একইসময় কোয়ারেন্টিন থেকে ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার ৫৩৫ জন। আর এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিনে গেছেন মোট তিন লাখ ৭৭ হাজার ৩২ জন। আর এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিন থেকে ছাড় পেয়েছেন তিন লাখ ১২ হাজার ৫৩০ জন। ছাড়ের পর বর্তমানে হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬৪ হাজার ৫০২ জন।

সারা দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের জন্য প্রস্তুত ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে সেবা প্রদান যায় বলে জানানো হয় বুলেটিনে।

বুলেটিনে আরো জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য বাতায়ন এবং আইইডিসিআর’র হটলাইনে কল এসেছে এক লাখ ৬০ হাজার ৫৮৮টি। এ নিয়ে এ পর্যন্ত হটলাইনে এক কোটি ৪৭ লাখ ৬৭ হাজার ২৭৬ জনকে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এসব কলে সবাইকে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্লাটফর্ম মুক্তপাঠ-এ অনলাইনে সেবা দেওয়ার জন্য মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যা ১৬ হাজার ৪১৪ জনে। এ ছাড়া বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে হটলাইনে চার হাজার ২১৭ জন চিকিৎসক স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন বলে জানানো হয় বুলেটিনে।

ঘরেই তৈরি করুন টমেটো ও মাংসের মজাদার সস

পাস্তা কিংবা স্পেগেটির সঙ্গে খাওয়ার জন্য ঘরেই তৈরি করতে পারেন টমেটো ও মাংসের মজাদার মিট সস।

এই সস চার দিন পর্যন্ত ফ্রিজে রেখে খেতে পারবেন।

আসুন জেনে নিই রেসিপি-

উপকরণ

মাংসের কিমা আধা কেজি, অলিভ অয়েল পরিমাণমতো, পেঁয়াজ একটি (কুচি), গাজর ১টি (কুচি), রসুন ৪ কোয়া (কুচি), শুকনো বেসিল ২ টেবিল চামচ, শুকনো অরিগ্যানো আধা চা চামচ, টমেটো পিউরি ৩ কাপ।

গোলমরিচের গুঁড়া, পাপরিকা ও চিলি ফ্লেকস সামান্য, লবণ স্বাদমতো ও ধনিয়াপাতা ২ চা চামচ

প্রণালি

প্রথমে অলিভ অয়েল গরম করে মাংসের কিমা মাঝারি আঁচে ভেজে নিন। বাদামি হয়ে গেলে উঠিয়ে রাখুন। এর পর একই প্যানে পেঁয়াজ, রসুন ও গাজর কুচি দিয়ে ভাজুন ৫ মিনিট। ভাজা মাংস দিয়ে নেড়ে নিন।

টমেটো পিউরি, আধাকাপ পানি, স্বাদমতো লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিন। শুকনো অরিগ্যানো, শুকনো বেসিল, পাপরিকা ও ধনিয়াপাতা দিন। কম আঁচে রান্না করুন।

ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে রেখে দিন ১৫ থেকে ২০ মিনিট। কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে দেবেন। ঘন হয়ে গেলে ধনেপাতা কুচি ছিটিয়ে নামিয়ে নিন।

কোভিড-১৯: চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে আক্রান্ত ৫ হাজার ছুঁই ছুঁই

কোভিড-১৯ মহামারীতে চিকিৎসক-নার্সরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। দেশে প্রায় ৫ হাজার চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী সংক্রমিত হয়েছেন। আর মারা গেছেন ৬১ জন। করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে বেশ কয়েকজন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বলা হয়, সারা দেশে চিকিৎসক, নার্স ও

স্বাস্থ্যকর্মী প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজার ৯৫৭ জনে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে ১ হাজার ৬৯৪ চিকিৎসক, ১ হাজার ৩৪৪ জন নার্স এবং ১৯১৯ জন স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনাকালে সংক্রমিত হওয়া চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে অনেকে সুস্থ হয়ে ইতিমধ্যে কাজে ফিরেছেন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মারা যাওয়া চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়েছেন বিএমএম সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও মহাসচিব ইহতেশামুল হক চৌধুরী।

দর্শনা থেকে ২৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার জয়নগর মাঠে অভিযান চালিয়ে ৩৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বিজিবি।

গতকাল শনিবার ভোর ৪টার দিকে দর্শনা বিওপির টহল কমান্ডার নায়েক মো: আব্দুর রাজ্জাক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিলের মুল্য আনুমানিক ১৪ হাজার টাকা। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জমা করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে অসামাজিক

কার্যকলাপের অভিযোগে নারীসহ দু’জন আটক

অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর শহরের একটি বাসা থেকে একনারী সহ কথিত এক সাংবাদিককে আটক করেছে বে-রসিক জনতা। পরে তাদেরকে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের দুধসারা চাষাপাড়া এলাকার একটি বাসা থেকে পুলিশ তাদেরকে আটক করে।

পুলিশ জানায়, পৌর শহরের দুধসারা এলাকায় একটি বাসায় অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকায় স্থানীয় জনগণ এক নারীসহ একজনকে পাকড়াও করে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে কালিগঞ্জ উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে সোহরাব হোসেন (৩২) ও একই উপজেলার কাশিপুর গ্রামের জৈনকের ২০ বছর বয়স্ক মেয়েকে আটক করে।

পুলিশ জানায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাারা অসামাজিক কার্যাকলাপে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে শনিবার (০৪ জুলাই) কোটচাঁদপুর থানায় নন এফআইআর প্রসিকিউশন নং-১২/২০২০ তারিখঃ ০৪-০৭-২০২০ ইং ধারা- ২৯০ পেনাল কোডে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

প্রসঙ্গগত গ্রেফতার হওয়া সোহরাব হোসেন নিজেকে বিভিন্ন পত্রিকা ও অন-লাইনের সাংবাদিক হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। অভিযোগ আছে মাদক সেবনকারী ও ব্যবসায়ীদের সাথে সক্ষতার। এমনকি বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে মাদক সেবন ও বহন করে থাকে।

কুষ্টিয়ায় লক্ষ্যমাত্রার অধিক পাটচাষ

গেলো বছর পাটের দাম ভালো পাওয়ায় এবারও কুষ্টিয়ার কৃষকরা পাট চাষের দিকে ঝুঁকেছে।

লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে পাটের চাষ করেছে বলে জানিয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদগ্তর।

তবে কৃষকরা জানান, ‘কয়েক বছর আগেও পাটের দাম ভালো না পাওয়ায় অনেক চাষী পাট চাষ ছেড়েই দিয়েছিল। গত দুই/তিন বছর ধরে পাটের দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে একই সাথে দেশে ও বিদেশে পাটের চাহিদা বাড়ার কারণে চাষীও ভালো দাম পাচ্ছে। এভাবে দাম থাকলে আগামীতে আরও বেশি জমিতে পাট চাষ করবেন বলে জানিয়ে প্রত্যান্ত অঞ্চলের কৃষকরা।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের হাজরাহাটি এলাকার চাষি আব্দুল্লাহ বলেন, গতবছর আমি দুই বিঘা জমিতে পাটের আবাদ করেছিলাম। ভালো দাম পেয়েছিলাম। ১হাজার ৭০০ থেকে দুই হাজার টাকা মণ পর্যন্ত বিক্রি করেছিলাম। দাম ভালো পাওয়ার কারণে এবং লাভবান হওয়ায় এ বছর আমি চার বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছি। পাটের রোগবালাই তেমন একটা নেই। পাটও বেশ ভালো হয়েছে। দাম ভালো পেলে লাভ হবে ভালোই।’

স্থানীয় পাট অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্য মতে, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ২ হাজার ২৭৮ একর জমিতে বেশি পাটের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে কুষ্টিয়া সদরে ৬ হাজার ৭৯২ একর, কুমারখালীতে ১২ হাজার ৩২৫ একর, খোকসায় ১০ হাজার ৬২১ একর, মিরপুরে ১৭ হাজার ৯২ একর, ভেড়ামারায় ৮ হাজার ৭০৬ একর এবং দৌলতপুর উপজেলায় ৪০ হাজার ৯৭৭ একর জমিতে পাট চাষ করা হয়েছে। গত বছর জেলায় পাট চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিলো ৯০ হাজার ৫০০ একর জমি। সে বছর পাটের আবাদ হয়েছিলো ৮৯ হাজার ৫৩৪ একর জমিতে। এ বছর পাটের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে ৪ লাখ ২৪ হাজার ৬৫৪ বেল।

পাটের দাম ভালো পাওয়ায় চাষীরা পাট চাষ বেশি করেছেন উল্লেখ করে কুষ্টিয়া জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মামুন-অর-রশিদ জানান, গত বছর কৃষকরা সর্বশেষ ২৪০০-২৫০০ টাকা পর্যন্ত মণ হিসেবে পাট বিক্রি করেছেন। যখন পাট ওঠে তখনও ১৭০০-২২০০ টাকা পর্যন্ত দাম পেয়েছেন। তিনি আরও বলেন, আমরা জেলার প্রায় এক হাজার ৮০০ পাট চাষীদের প্রণোদনা প্রকল্পের মাধ্যমে পাট বীজ, রাসায়নিক সার দেয়া হয়েছে। মূলত পাটের দাম ভালো হওয়ায় চাষীরা পাট চাষে বেশি আগ্রহী হয়েছেন।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ রঞ্জন কুমার জানান, এ বছর কুষ্টিয়া জেলায়

পাটচাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৯৪ হাজার ২৩৫ একর জমি।কিন্ত জেলার ৬টি উপজেলায় চলতি মৌসুমে মোট পাটের আবাদ হয়েছে প্রায় ৯৬ হাজার ৫১৩ একর জমিতে।

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান লালন বলেছেন, পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করতে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের করাল গ্রাস থেকে দেশকে রক্ষা করতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই।

‘মুজিববর্ষের আহবান তিনটি করে গাছ লাগান’ স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের তিন মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন চত্বরে এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, দেশরত্ন শেখ হাসিনার ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সর্বদা কাজ করতে প্রস্তুত। তারই ধারাবাহিকতায় ‘মুজিববর্ষের আহবান একটি করে গাছ লাগান’ স্লোগানকে ধারণ করে আমাদের এই কর্মসূচি পালন করা।

এসময় ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক তৌকির মাহফুজ মাসুদ, সাবেক সহ-সম্পাদক ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাত, আলামীন জোয়ার্দার প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সম্পাদক ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাত বলেন, মুজিব বর্ষের আহবান তিনটি করে গাছ লাগান কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নির্দেশে আমরা ইবি শাখা ছাত্রলীগের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করছি। ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে রোপণ করা হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নির্দেশনা মত আমরা ইবি শাখা ছাত্রলীগ কাজ করে যাচ্ছি বলেও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে গাছ রোপণ করতে উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। ‘মুজিবর্ষের আহ্বান, ৩টি করে গাছ লাগান’ স্লোগানকে সামনে রেখে সকলকে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রতিটি নেতাকর্মী (আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র) এই তিন মাস সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ৩টি (বনজ, ফলদ ও ভেষজ) বৃক্ষ রোপণ করার আহবান জানান।